তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪২০

**বার্লিনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন**

বার্লিন, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা, প্রেরণায় বঙ্গমাতা’-এই প্রতিপাদ্যে বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। দূতাবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দূতাবাসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সহ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের বাণীসমূহ পাঠ এবং একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, একজন সহধর্মিণী ও রাজনৈতিক জীবনসঙ্গী হিসেবে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর অনুকরণীয় অনন্য ভূমিকা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন শাশ্বত বাঙালি স্ত্রী ও বাঙালি মায়ের প্রতিচ্ছবি। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বইয়ের অগণিত স্থানে সহধর্মিণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা, আস্থা, বিশ্বাস ও পরম নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কিশোর বয়স থেকে শুরু করে আমৃত্যু তার পাশে থেকে বঙ্গমাতা তাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ও কর্মময় জীবনে তার পাশে ছায়া হয়ে থেকেছেন। জাতির পিতার ‘বঙ্গবন্ধু’ হয়ে ওঠার পেছনে তার স্ত্রীর অবদান সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে ইতিহাসের অংশ হয়েছেন, তেমনি বঙ্গমাতা তার আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অংশীদার ও প্রেরণাদায়ী হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েই শুধু নয়, মৃত্যুতেও সাথী হয়েছিলেন তার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই শাহাদত বরণ করেন তিনি। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর ৮ আগস্ট বাংলাদেশ সহ সকল দূতাবাসে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও পদক প্রদানের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রদূত সাধুবাদ জানান। রাষ্ট্রদূত অভিমত ব্যক্ত করেন যে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার সুযোগ্য কন্যা তাঁর পিতা ও মাতার মতই দৃঢ়তা ও সততা অবলম্বন করে প্রাজ্ঞতা ও সাহসের সাথে দেশ পরিচালনা করছেন।

পরবর্তীতে জাতির পিতা, তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ ও জীবিত সদস্যদের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

#

এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪১৯

**যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সহধর্মিণী**

**বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন**

লিসবন, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

বাংলাদেশ দূতাবাস, লিসবন যথাযথ মর্যাদায় আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। শোকের মাসের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করার লক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে বিশেষ আলোচনা সভা, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরতে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স মোঃ আলমগীর হোসেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণীসমূহ দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ পাঠ করে শোনান। পরবর্তীতে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জীবন ও কর্মের উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়। সভায় বক্তারা বঙ্গমাতার গৌরবোজ্জ্বল জীবন এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর চিরস্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

আলোচনা পর্বে চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স তার বক্তব্যের শুরুতেই বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন বঙ্গমাতা ছিলেন জাতির পিতার সব লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলনের নেপথ্যের প্রেরণা দানকারী এবং অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে জাতির পিতাকে প্রায় ১৩ বছর পাকিস্তানে কারাভ্যন্তরে থাকতে হয়, সে সময় বঙ্গমাতা সুচারূভাবে পরিবারের দেখাশুনার পাশাপাশি জাতির পিতার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পরামর্শসমূহ জাতির জীবনে সুফল বয়ে এনেছে, যা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামাজিক পুনর্গঠন এবং অসংখ্য বীরঙ্গনাদের স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনে বঙ্গমাতা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স আরও বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু সকল নারীদের নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎসই নন বরং তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গর্ব।

আলোচনা সভাশেষে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর উপর নির্মিত প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব সহ জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪১৮

**বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩তম**

**জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আজ কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম সহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

হেমায়েত/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪১৭

**বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ‌্যে স্মারক ডাকটিকিট**

**অবমুক্ত করলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩ জন্মবার্ষিকী আজ। এ উপলক্ষ‌্যে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেছে এবং ডেটাকার্ড প্রকাশ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১০ টাকা মূল‌্যমানের স্মারক ডাকটিকিট, দশ টাকা মূল‌্যমানের উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ৫ টাকা মূল‌্যমানের ডেটা কার্ড ও একটি বিশেষ সীলমোহর প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহীদ ক‌্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ‌্যে আলোচনা সভার প্রাক্কালে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসির চেয়ারম‌্যান শ‌্যাম সুন্দর সিকদার, বিএসসিএল এর চেয়ারম‌্যান ড.শাহজাহান মাহমুদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আমিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব মো: তৈয়বুর রহমান, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হারুনুর রশিদ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বঙ্গমাতাকে বাংলাদেশের আদর্শ মায়েদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মনেপ্রাণে একজন আদর্শ বাঙালি নারী। অসংখ্য কঠিন প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তিনি একদিকে মা অন্যদিকে বাবা এই দুইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় গড়ে তুলেছেন, দলের জন্য কাজ করেছেন, নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ষাটের দশকে ছাত্রলীগের রাজপথের লড়াকু সৈনিক মোস্তাফা জব্বার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে নীরবে নিভৃতে প্রেরণার সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে কাজ করেছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। শেখ ফজিলাতুন নেছার মতো ধীরস্থির, বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী, দূরদর্শী, সাহসী, বলিষ্ঠ, নির্লোভ ও নিষ্ঠাবান ইতিবাচক ভূমিকা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কিংবা জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহাকাব্যের মহানায়ক হতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। ৭০ এর দশকের শুরুতে স্বাধীনতার প্রাক্কালে মন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে তাঁর দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠিনী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চালচলনকে চিরায়ত বাংলার অতি সাধারণ একজন মানুষের সাথে তুলনা করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজ বিভাগের শিক্ষকদের অনেকেই জানতেন না তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। তিনিও নিজের পরিচয় কখনো প্রকাশ করতেন না যে তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। এটাই ছিলো সন্তানদের প্রতি বঙ্গমাতার শিক্ষা। এই কঠিন অবস্থা সামাল দেওয়া একজন নারীর পক্ষে কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জিং তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় থেকেছেন।

চলমান পাতা/২

--০২--

মন্ত্রী বলেন, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মা নন, তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রেরণাদাত্রী বলে মন্ত্রী তাঁকে আখ্যায়িত করেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদানে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের পক্ষ বিপক্ষ মতামত অগ্রাহ‌্য করে শেখ ফজিলাতুন নেছা বঙ্গবন্ধুকে নিজের মতো করে জাতিকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার মানসিক শক্তি যোগিয়েছেন এই মহিয়সী নারী। তিনি বলেন, জাতির পিতার মত একজন মহা নায়কের সহধর্মীনি হওয়ার সকল যোগ‌্যতায় তিনি নিজেকে প্রমাণিত করে জাতির পিতার আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। মন্ত্রী নতুন প্রজন্মের কাছে এই মহিয়সীর অবদান তুলে ধরতে আরও বেশি করে লেখক ও প্রকাশকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী ঢাকা কলেজে অধ‌্যয়নকালে শেখ কামালকে ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগের ঘাটি হিসেবে গড়ে তোলার মহান সংগঠক আখ‌্যায়িত করে বলেন, তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক ও উঁচু মাপের সংগঠকই ছিলেন না তিনি নাটক - ক্রীড়াক্ষেত্রেও আইকন হিসেবে কাজ করেছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

শেফায়েত/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪১৬

**জীবনে মরণে বঙ্গবন্ধুর সাথী ছিলেন বঙ্গমাতা**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য সহধর্মিণীই ছিলেন না। জীবনে মরণে বঙ্গবন্ধুর সাথী ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নেপথ্যে থেকে নেতৃত্বদান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী এবং বিচক্ষণ পরামর্শক।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একাডেমি আয়োজিত ‘শিল্পের আলোয় শ্রদ্ধাঞ্জলি’ শীর্ষক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আমি তোমাকে জীবনের চেয়ে তোমাকে ভালোবাসি’-এ কথাটি আমাদের দম্পতিরা প্রায়শই বলে থাকেন। এটি কিন্তু আমাদের সকলের বেলায় সত্য নয়। এটি কেবল সত্য বঙ্গমাতার বেলায়। সেটি তিনি তাঁর জীবন ও কর্ম দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে বক্তৃতা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহফুজা হিলালী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব সালাহউদ্দিন আহাম্মদ।

এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর জীবনী নিয়ে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘বঙ্গমাতা’ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তিন পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

#

ফয়সল/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫

**ভারতের রাজ্যসভা নেতা পীযূষ গয়ালের সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের বৈঠক**

নয়াদিল্লি, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

সফররত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল আজ ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার নেতা (লিডার অভ দ্য আপার হাউস) পীযূষ গয়ালের সঙ্গে পার্লামেন্ট কার্যালয়ে বৈঠক করেন।

বৈঠকে তারা দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোচনা করেন বলে বৈঠক সূত্র জানায়।

বৈঠকে গয়াল এ অঞ্চলের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন ও আশা প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে।

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন বিজেপি’র রাজ্যসভার প্রভাবশালী এ নেতা বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের আমলে আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের ব্যাপক অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

খাদ্যশস্য রপ্তানির ওপর ভারতের নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে গয়াল প্রতিনিধিদলকে বলেন, খাদ্যশস্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার কারণে বাংলাদেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ভারত সক্রিয়ভাবে তা বিবেচনা করবে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে ভারত যাতে বাংলাদেশ থেকে আরো পণ্য আমদানি করতে পারে- সেজন্য তিনি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের আরও পণ্যের নাম প্রস্তাব করার অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পচনশীল পণ্য রপ্তানির নিষেধাজ্ঞার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে বলেন, বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও বন্ধু হিসেবে ভারত সবসময় বাংলাদেশের সব বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করে।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বৈঠকে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, অরোমা দত্ত, এমপি ও অধ্যাপক মেরিনা জাহান, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) “বিজেপিকে জানুন” কর্মসূচির অংশ হিসেবে দলটির আমন্ত্রণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লি সফর করছে।

বৈঠক শেষে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বাসসকে বলেন, ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে’ অনুষ্ঠিত আলোচনায় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইস্যু উঠে এসেছে।

বিকেলে দিল্লিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সর্বোচ্চ ফোরাম জি-২০ এর ভারত সম্মেলনের আহ্বায়ক রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাথে বৈঠক করেন তারা।

এর আগে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ইন্ডিয়া গেট সার্কেলে জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করে। স্মৃতিসৌধটি স্বাধীন ভারতের সশস্ত্র সংঘাতে লড়াই করা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের সম্মান ও স্মরণ করিয়ে দেয়।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪

**এটুআই ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

গ্রিন, ক্লিন ও স্মার্ট নগরী গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রোগ্রাম এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মধ্যে আজ আইসিটি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। চুক্তিতে এটুআই প্রোগ্রামের যুগ্ম-পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. এ বি এম শরীফ উদ্দিন সই করেন।

এসময় রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান (লিটন) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তির আওতায় এটুআই রাজশাহী সিটি করপোরেশকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরে সবধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান একই সাথে স্মার্ট সিটি ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, অবকাঠামো নকশা প্রণয়ন, স্মার্ট সল্যুউশন তৈরিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া ৩টি গাইড লাইন তৈরি ও কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন করবে।

‘স্মার্ট রাজশাহী সিটি’ বিষয়ক আলোচনা সভা ও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে ‘ফেস ডিটেক্টর ক্যামেরা, হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে ড্রোন দিয়ে জরিপসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স বৈঠকে গ্রামকেও স্মার্ট ভিলেজে পরিণত করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এরই অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে রাজশাহী ও কক্সবাজার নগরীকে পাইলট প্রকল্পের অধীনে স্মার্ট সিটি করা হবে। এক্ষেত্রে তিন ধাপে ২০২৪, ২০২৫ সালে সেবার স্মার্ট রূাপান্তরের মধ্যেমে ২০২৮ সালের মধ্যে রাজশাহী হবে পেপারলেস ও কন্ট্যাক্টলেস স্মার্ট সিটি। এর মাধ্যমে রাজশাহী হবে সবুজ, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও নির্মল শহর। এছাড়া আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহীতে একটি ‘স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলা” করা হবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তেলায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সারা দেশে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে স্মার্ট সিটির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এটুআই নীতি উপদেষ্টা আনীর চৌধুরী। বুদ্ধিদীপ্ত প্রবলেম সলভার জাতি হিসেবে স্থানীয়ভাবেই সমস্যার সমাধানে রাজশাহীতে একটি ইনোভেশন ল্যাব স্থাপন এবং জাতিসংঘের শূন্য ডিজিটাল বৈষম্যের শহর হিসেবে রাজশাহীকে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

#

শহিদুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪১৩

**বঙ্গমাতা সাহস, মানসিক শক্তি আর অনুপ্রেরণায় ছিলেন অনন্য**

**-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সাহস, মানসিক শক্তি আর অনুপ্রেরণায় ছিলেন অনন্য।

‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা প্রেরণায় বঙ্গমাতা’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গমাতার দৃঢ় মানসিকতায় বঙ্গবন্ধু অনেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গমাতার অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সেদিন বঙ্গমাতার কাছে থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে বিস্ময়কর সেই ভাষণ দিয়েছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু হতে প্রেরণা দিয়েছেন, শক্তি-সাহস জুগিয়েছেন। তিনি আজীবন রাজনীতির জন্য, দেশের জন্য, দেশের মানুষের কল্যাণে, নির্যাতিতদের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গমাতা বাঙালি নারীদের আদর্শ। জাতির পিতার পাশাপাশি বঙ্গমাতা বাঙালি জাতির হৃদয়ে চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফাহমিদা আখতার ও মোঃ সাইফ উদ্দিন আহমেদ, কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সিনিয়র জেলা জজ নিয়ামত আলী মোল্লা, যুগ্ম সচিব মোঃ মহিদুর রহমান, মোঃ হুমায়ুন কবীর, মোছা. হাজেরা খাতুন ও মোর্শেদা আক্তার এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মিনা মাসুদ উজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বঙ্গমাতার জীবনাদর্শের ওপর বক্তৃতা করেন।

পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

আকতারুল/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 412

**Commerce Minister of India for continuing**

**political stability and progress of Bangladesh**

New Delhi, 8 August :

Commerce Minister of Government of India and Leader of the House in Rajya Sabha Shri Piyush Goyal MP expresses firm optimism for political stability and progress in Bangladesh. He said that India was always sincere and forthcoming in maintaining excellent relations with Bangladesh. He also gave strong commitment that Indian Government is actively considering to lift all restrictions on essential commodities for the greater benefit of business and commerce of two countries so that Bangladesh government may get a predictable flow of essential commodities in during their needs. Besides, Indian Government is also giving priority on importing essential items from Bangladesh.

The commerce minister of India was expressing these while meeting with Bangladesh Awami League Delegation in his parliament office today.

A delegation of Bangladesh Awami League led by Dr Abdur Razzak, Agricultural Minister, is currently visiting India at the invitation of Bharatiya Janata Party. Other members of the delegation are Dr Hasan Mahmud, Information & Broadcasting Minister, Aroma Dutta MP, Merina Jahan MP and central organising Secretary Sujit Roy Nandi.

They also discussed different political issues of mutual interest. Piyush Goyal assured the delgates that India wants a politically stable Bangladesh. We are always sympathetic to Bangladesh issues. Whatever issues came in during the current regime in Bangladesh, India always takes care with special consideration. Both the leaders expressed optimism to continue and strengthen these partnerships in the days ahead.

The delegation also met G-20 Coordinator and former foreign Secretary of India Harsha Vardhan Shringla today. The meeting was also led by Agriculture Minister Dr Razzak. During the meeting G-20 Coordinator of India Shringla said that Prime Minister Narendra Modi’s foreign policy is Neighbourhood first and Bangladesh is first among all these neighbours. Bangladesh was invited as a guest country for these special relations.

He added that India never wanted any inimical forces to come to power which patronise radicalisation and militancy. India also believes that Bangladesh has progressed tremendously on the last decade under the current leadership.

Earlier, the delegation has visited the national war memorial of India in the morning.

 #

Shaban/Pasha/Enayet/Sanjib/Joynul/2023/2030 hour

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪১১

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী**

**উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বঙ্গমাতাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে বঙ্গমাতার অবদান রয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত জন্মভূমিকে শস্য-শ্যামলারূপে গড়ে তুলতে জাতির পিতার পাশে দাঁড়ান বঙ্গমাতা।’ তিনি বলেন, ‘ইতিহাসে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কেবল একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের সহধর্মিণীই নন, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণাদাত্রী, রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে আজীবন প্রিয়তম বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী ছিলেন।

দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গমাতার সারা জীবনের ত্যাগের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘শেখ ফজিলাতুন্নেছা আড়ালে থেকে তার গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য পালন আর মন-মস্তিষ্কে স্বামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সহযোগিতা করে গেছেন আজীবন। খোকা থেকে শেখ মুজিব। শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু এবং সবশেষে বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা। এগুলোর পেছনে আজীবন স্বামীকে সাহস জুগিয়েছেন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, দিয়েছেন অনুপ্রেরণা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।’

বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা অবিচ্ছেদ্য সত্তা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ -এক অমর কবিতার নাম। আর সেই মহাকাব্য রচনায় যে নারীর অবদান অনস্বীকায, যিনি সোনার বাংলা বিনির্মাণে আড়ালে অন্তরালে থেকে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান, তিনি হলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ যেমন একই সূত্রে গ্রথিত, তেমনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবও পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নাম।

রাজনীতিতে বঙ্গমাতার দূরদর্শিতা ও অবদানের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী হিসেবে দীর্ঘকাল তাঁর পাশে থেকে মানবকল্যাণ ও রাজনীতির শিক্ষা লাভ করেছিলেন শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি সংগঠনকে (আওয়ামী লীগ) সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে সব সময় তাঁর যোগাযোগ ছিল। নিজের গহনা বিক্রি করে ছাত্রলীগের সম্মেলনে টাকা দিয়েছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে আয়কৃত টাকায় তিনি অনেক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। এছাড়াও দলীয় কার্যক্রম, আন্দোলন সংগ্রামে নিজের অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গমাতা এবং তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যা করে। এমনকি ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেলকেও হত্যা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বর্বর ঘটনা বিরল। এটা বাঙালি জাতির জন্য কলঙ্কের। আরো কলঙ্কের বিষয় হলো - হত্যাকারীদের মধ্যে পাঁচজন এখনো বিভিন্ন দেশে পালিয়ে রয়েছে। এদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতির পিতার নেপথ্যের শক্তি, সাহস ও বিচক্ষণ পরামর্শক হয়ে নিভৃতে কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকেছেন শক্তি হয়ে, অনুপ্রেরণা হয়ে।

শাহরিয়ার আলম বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রাম, আন্দোলন ও কারাজীবনে বঙ্গমাতা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। স্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনকালে কখনো স্বামীকে একনাগাড়ে দুই বছর সাথে পাননি। কিন্তু কোনোদিন কোনো অনুযোগ-অভিযোগ ছিল না, কখনো বলেননি যে তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও। জীবনে কোনো প্রয়োজনে কোনো দিন বিরক্ত হননি। যত কষ্টই হোক কখনো ভেঙে পড়তে দেখা যায়নি তাঁকে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বঙ্গমাতার বিচক্ষণতা ও সফলতার নানাদিক উল্লেখ করে বলেন, মহীয়সী এই নারী একজন স্বার্থক সহধর্মিনী ও আদর্শ মাতা যেমন ছিলেন, অন্যদিকে তিনি নিজেকে ক্রমেই একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, আন্দোলন চলাকালীন প্রতিটি ঘটনা জেলখানায় সাক্ষাৎকারের সময় বঙ্গবন্ধুকে জানাতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা নিয়ে আসতেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চোখ বাঁচিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে সেই নির্দেশনা জানাতেন।

শাহরিয়ার আলম বলেন, আজ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নেই, কিন্তু তিনি আছেন চিরভাস্মর হয়ে, আমাদের মননে। তিনি বেঁচে আছেন প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙালির হৃদয়ে। এই শ্যামল সবুজ বাংলার আবহমান মায়ের প্রতিচ্ছবি, আমাদের ‘বঙ্গমাতা’। তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাই নন, তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রেরণা।

শাহরিয়ার আলম আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘বঙ্গমাতার জীবনের জানা-অজানা অধ্যায়গুলো নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে রচিত হবে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী, যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর ত্যাগ ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়তে পারে।’

আলোচনা সভার শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টে শাহাদত বরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০

**বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায়** উদ্‌যা**পিত হলো**

**বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী**

কলকাতা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারিতে’ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামণ্যচিত্র প্রদর্শন, বাণী পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

‘মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা’-স্লোগানে উদযাপিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একটি প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) তুষিতা চাকমা এবং প্রথম সচিব (বাণ্যিজিক) মোঃ শামসুল আরিফ।

এ ছাড়া কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির বাণী, কাউন্সেলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমান হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

সমাপনী বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলানুত নেছা মুজিব পরষ্পর পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য। বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা হয়ে উঠার নেপথ্যে সারথি হলেন বঙ্গমাতা। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সময় কারাগারে অন্তরীণ থাকার সময় বঙ্গমাতা শুধুমাত্র পরিবারেরই হাল ধরেননি, তিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন।

সবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

রঞ্জন/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪০৯

**১৭ আগস্ট এইচএসসি পরীক্ষা শুরু, পরীক্ষার্থী ১৩ লাখ ৫৯ হাজার**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানিয়েছেন, আগামী ১৭ আগস্ট শুরু হচ্ছে ২০২৩ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা। এবার পরীক্ষায় অংশ নেবে ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪২ জন পরীক্ষার্থী, যা গত বছরের চেয়ে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৯৩৫ জন বেশি। এর মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৮৮৭ জন এবং ছাত্রী ৬ লাখ ৭০ হাজার ৪৫৫ জন। সারা দেশে ২ হাজার ৬৫৮টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা সুষ্ঠু পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছর সকল বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে পরীক্ষার্থীরা অংশ নেবে। তবে আইসিটিতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৭৫ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নিয়ে জাতীয় মনিটরিং ও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা শেষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী।

প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এ বছর দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেবে ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪২ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৮৮৭ জন এবং ছাত্রী ৬ লাখ ৭০ হাজার ৪৫৫ জন। সারা দেশে মোট কেন্দ্র ২ হাজার ৬৫৮টি এবং মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯ হাজার ১৬৯টি। ২০২২ সালে সব বোর্ড মিলিয়ে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১২ লাখ ৩ হাজার ৪০৭ জন। সেই হিসাবে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ৫৫ হাজার ৯৩৫ জন।

মন্ত্রী জানান, দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেবে ১১ লাখ ৮ হাজার ৫৯৪ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ছাত্র ৫ লাখ ২৬ হাজার ২৫১ জন এবং ছাত্রী ৫ লাখ ৮২ হাজার ৩৪৩ জন। মোট কেন্দ্র এক হাজার ৫৩৫ এবং মোট প্রতিষ্ঠান ৪ হাজার ৬৪৭টি।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় অংশ নেবেন ৯৮ হাজার ৩১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ছাত্র ৫৩ হাজার ৬৩ জন এবং ছাত্রী ৪৪ হাজার ৯৬৮ জন। মোট কেন্দ্র ৪৪৯টি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৬৮৮টি।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি (বিএম/বিএমটি), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষায় অংশ নেবেন এক লাখ ৫২ হাজার ৭১৭ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ছাত্র এক লাখ ৯ হাজার ৫৭৩ জন এবং ছাত্রী ৪৩ হাজার ১৪৪ জন। মোট কেন্দ্র ৬৭৪টি এবং মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক হাজার ৮৩৪টি।

বিদেশে জেদ্দা, রিয়াদ, ত্রিপলী, দোহা, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, সাহাম, ওমান মোট ৮টি কেন্দ্রে ৩২৭জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী ১৭ আগস্ট থেকে দেশে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ১৪ আগস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৪৩ দিন সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আসন্ন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ও নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে। নানা ধরনের কোচিং সেন্টার চলে। কোচিং সেন্টারগুলোতে একাডেমিকসহ নানা ধরনের কোচিং হয়। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত এই ৪৩ দিন সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

২০২৩ সালের সংশোধিত ও পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে পূর্ণ নম্বর ও সময়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর তত্ত্বীয় পরীক্ষা ১৭ আগস্ট হতে শুরু হয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৬ সেপ্টেম্বর হতে শুরু হয়ে ৪ অক্টোবর শেষ হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বীয় পরীক্ষা ১৭ আগস্ট হতে শুরু হয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ সেপ্টেম্বর হতে শুরু হয়ে ৪ অক্টোবর শেষ হবে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বীয় পরীক্ষা ১৭ আগস্ট হতে শুরু হয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর হতে শুরু হয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর শেষ হবে।

#

খায়ের/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮

**যথাযথ মর্যাদায় ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে**

**--- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গৃহীত কর্মসূচি মোতাবেক যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ‘জাতীয় শোক দিবস’ পালন করবে। ১৫ আগস্ট সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর-সংস্থার পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে।

আজ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ফলোআপ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে আগারগাঁওস্থ পরিবেশ অধিদপ্তরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে মন্ত্রণালয়। এ সভায় মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য দেশের একজন বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু গবেষককে মুখ্য আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়াও, জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে। রাজধানীর বাইরে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থার অফিসসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফলোআপ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪০৭

**ইসলামাবাদে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর জন্মবার্ষিকী পালন**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তাৎপর্য সহকারে পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গণ ব্যানার ও পোস্টারে সজ্জিত করা হয়। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, বাণীপাঠ, আলোচনা সভা, প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন, বিশেষ খাবার পরিবেশন ও মোনাজাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়। ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মোঃ আমিনুল ইসলাম খাঁন হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর, দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা পর্বে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজির-এঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু জাতির পিতার সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের নেপথ্যের কারিগর হিসেবে প্রতিটি পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলোতে ছিলেন দৃঢ় ও অবিচল। ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ অবদান রাখেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিতহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বঙ্গমাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে হানাদার বাহিনী হাতে গৃহবন্দি অবস্থায় পাকিস্তানে কারাবন্দি বঙ্গবন্ধুর জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমাতা সীমাহীন ধৈর্য্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মা-বোনদের চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদার সাথে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার বলেন, দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বিচক্ষণতা ও অবদানের জন্য জাতি তাঁকে বঙ্গমাতা উপাধিতে অভিষিক্ত করেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বঙ্গমাতা জীবনে লালন ও ধারণ করে তাঁর সন্তানদের একই আদর্শে গড়ে তোলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একই শিক্ষা, আদর্শ ও চেতনাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গমাতার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার আরো বলেন, বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীর এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা প্রেরণায় বঙ্গমাতা’ যথার্থই তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন। একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী হয়েও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। বঙ্গমাতা ছিলেন প্রখর আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, নির্লোভ, নিরহংকার, দানশীল ও মহানুভবতার প্রতীক। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এর কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবও সপরিবারে স্বাধীনতা ও দেশ বিরোধী অপশক্তির হাতে শাহাদত বরণ করেন।

আলোচনা পর্বের পরে, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনীভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরিশেষে, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট শহিদ তাঁর পরিবারের সদস্যের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

#

খাদীজা/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪০৬

**বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সান্ত্বনা ও সাহস জুগিয়েছেন বঙ্গমাতা**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সান্ত্বনা ও সাহস জুগিয়েছেন মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতির পিতা হিসেবে গড়ে উঠা, বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পিছনে অসামান্য অবদান রয়েছে বঙ্গমাতার।

প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটরিয়ামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমাননের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এডভোকেট আদিবা আনজুম মিতা, এমপি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, উইমেন এন্ড ই-কমার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিশা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন, দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যেটা এখন চিন্তা করলে অসম্ভব মনে হয়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পাঁচ দশক আগেই যে পাঁচটি মৌলিক অধিকারের কথা বলেছেন, মানিবক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব আজ তা অনুসরণ করছে। এই অধিকারগুলো নাগরিকদের জন্য নিশ্চিত করলেই একটি রাষ্ট্রকে মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

পলক বলেন, বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, পুঁজি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা ২ হাজার নারী উদ্যোক্তাদের ৫০ হাজার করে অনুদান দিয়েছি। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে আরো ৫ হাজার নারী উদ্যোক্তাতে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হবে। আজকের স্মার্ট নারীরা প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন বলেও তিনি জানান।

#

শহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫

**বঙ্গবন্ধুর সব ক্রান্তিকালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সহযোদ্ধা ছিলেন**

**--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বিশেষ করে ছয় দফা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা দিয়ে বলেছিলেন তুমি যা ভালো মনে করো, সেটাই করো। বঙ্গমাতার দৃঢ় মানসিকতায় বঙ্গবন্ধু অনেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ তথা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রেরণায় ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁর কাছে থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে বঙ্গবন্ধু সেই বিস্ময়কর ভাষণ দিয়েছিলেন।

আজ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর-এর শহিদ আব্দুর রাজ্জাক-সাইফ মিজান স্মৃতি সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা, সেলাই মেশিন ও আর্থিক অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজধানীর সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা, পিরোজপুর এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে নারী জাগরণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি মহীয়সী নারী, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী, সহযোদ্ধা, সহকর্মী, অনুপ্রেরণাদায়িনী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জননী। অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে কখনোই কোনরকম চাপে বিচ্যুত হননি।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু হতে প্রেরণা দিয়েছেন, সকল শক্তি-সাহস জুগিয়েছেন বঙ্গমাতা। বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে বলতেন দেশের জন্য তোমার জন্ম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন রেণু (বঙ্গমাতা) পাশে না থাকলে তিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠতে পারতেন না। একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য একটি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য একজন মহীয়সী নারী কীভাবে প্রেরণা জোগাতে পারে, সহায়তা করতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাই আজকের কন্যা শিশুদের বঙ্গমাতার মতো আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। বঙ্গমাতা আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি আজীবন রাজনীতির জন্য, দেশের জন্য, মানুষের কল্যাণে, নির্যাতিতদের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছেন।

শ ম রেজাউল করিম আরও যোগ করেন, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে নারী জাগরণের মডেল, তিনি উন্নয়নে বিশ্বের রোল মডেল, তিনি মানব কল্যাণে মানবতার জননী হিসেবে সমাদৃত। তাঁর নেতৃত্বে উন্নয়নে সমৃদ্ধ, আধুনিক, সমতাভিত্তিক, জেন্ডার বৈষম্যহীন বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শফিউর রহমান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কানাই লাল বিশ্বাস।

#

ইফতেখার/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪

**ভিয়েতনামে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী স্মরণ**

হ্যানয়, ভিয়েতনাম (৮ আগস্ট):

‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা, প্রেরণায় বঙ্গমাতা’- প্রতিপাদ্য নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনাম-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্মরণ করা হয়। দিবসটি স্মরণ ও পালন উপলক্ষ্যে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত এবং বঙ্গমাতার জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সপরিবারে এবং ভিয়েতনামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভার প্রারম্ভে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নের্তৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্য শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম কান্ডারী। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও প্রধান প্রেরণাদাত্রী ছিলেন মহিয়সী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। স্বাধীনতার পরেই বঙ্গমাতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্ননিয়োগ করেন। বিশেষ করে নির্যাতিত মা-বোনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যেগ নেন।

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি ‘ফাস্ট লেডি’ পরিচয়ে পরিচিত না হয়ে সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ বঙ্গমাতা তাঁর জীবনের যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আলোচনা শেষে বঙ্গমাতার কর্মময় জীবনের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে শিশু ও কিশোরদের উপস্থিতিতে কেক কেটে দিবসটি উদ্যাপন করা হয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে হালকা আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

#

পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২

**বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী**

**উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আজ বাদ যোহর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ মহীউদ্দিন কাশেম। অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে আজ বাদ যোহর এ উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, উদ্বোধনকৃত ২৫০টি মডেল মসজিদ, ৫০টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ও দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ মাঠপর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কার্যালয়ে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত এর আয়োজন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁও প্রধান কার্যালয়েও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলমসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৬৪০ ঘণ্টা

Handout Number: 403

**93rd Birth Anniversary of Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib observed**

**with due solemnity by the Bangladesh High Commission in Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam, 8 August:

The Bangladesh High Commission in Brunei Darussalam organized a program to observe the 93rd Birth Anniversary of Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib with due solemnity on 8 August 2023.

The program started with the recitation of Holy Quran and special prayer for the departed souls of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib and other martyrs. In honour of Bangamata, one minute silence was observed with due solemnity. Members of the Bangladesh community joined the Bangladesh High Commissioner in offering floral wreaths to Bangamata’s portrait. Reading out of special messages from the President and the Prime Minister of Bangladesh on this occasion was a significant part which was followed by the screening of the documentary made on Bangamata, providing a clear account of the life, dedication, and struggle of Bangamata.

The Bangladesh High Commissioner took upon herself the responsibility to elaborate on the meaningful and glorious life of Bangamata. She proudly told that behind every political success of Bangabandhu were the inspiration, dedication and contribution of Bangamata who never acted upon her self-interest or receded while supporting Bangabandhu. She added that Bangabandhu and Bangamata were complementary to each other, and the history of Bangabandhu’s political struggle is therefore deeply rooted in his understanding with Bangamata who never sought attention rather supported Bangabandhu in every possible way. She told that the entire nation owes Bangamata a lot for her unconditional support to Bangabandhu in all phases of his life.

The Bangladesh High Commissioner further added that Bangabandhu had to spend a significant amount of time in jail for his political position and actions. During that period, Bangamata took care of their five children and helped them at her best to grow up as good human beings. She was also under house arrest in 1971 when Bangabandhu was arrested and taken to erstwhile West Pakistan, now called Pakistan. The Bangladesh High Commissioner highly appreciated and highlighted the simplicity, humility, and all the genuine middle-class values with which Bangamata conducted herself, supported the family and managed political issues. The Bangladesh High Commissioner sincerely thanked everyone for attending the program, and called upon them to pray for Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib and to contribute to the best of their ability to build ‘Sonar Bangla' envisioned by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, and to build ‘Smart Bangladesh’ by 2041.

#

Pasha/Sanjib/Rezaul/2023/1724 hours

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪০১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৭০ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৪৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৮৫৪ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৪০০

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকারের ধারাকবাহিকতা দরকার**

**-বস্ত্র ও ‍পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। স্মার্ট উন্নত বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের ধারাহিকতা দরকার।

নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দইল ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, সরকার বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়ন করেছে। এসব পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ- স্মার্ট দেশে পরিণত করা।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেমিক তৈরি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলাম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে।  জাতির পিতা দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ; কিন্তু ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে হত্যা হওয়ায় তিনি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দেওয়ার সময় পাননি। এখন, সেই কাজটি তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন।

বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার, এ সরকারের আমলে দেশের প্রতিটি খাতেই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে, এ মন্তব্য করে দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেন, সরকার জনগণের কল্যাণে উন্নয়ন করে যাচ্ছে এবং তার ধারাবাহিকতায় দেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে।

#

সৈকত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/কামাল/২০২৩/ ১৬২০ঘণ্টা

Handout Number: 399 `

**The Embassy of Bangladesh in Seoul observed**

**Birth Anniversary of Bangamata**

Seoul, 8 August:

The Embassy of Bangladesh in Seoul today observed the 93rd Birth Anniversary of Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib. The expatriate Bangladeshis in the Republic of Korea and the Embassy officials took part in the event.

Ambassador Delwar Hossain, along with the expatriates and the officials paid homage to the memory of Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib by placing floral wreaths at her portrait. A special prayer was offered for the salvation of the departed soul of Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib, including the Father of the Nation, his martyred family members as well as for the continued peace and prosperity of the country. A documentary on the life of Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib was also screened during the programme. In the discussion session, the discussants highlighted the glorious life and contributions of Bangamata.

Ambassador Delwar Hossain in his speech paid rich tribute to the memory of Bangamata Begum Sheikh Fazilatun Nesa Mujib. He highlighted various aspects of her life and contributions to the attainment of independence and to the reconstruction of the country. He added that her life and works would remain a source of inspiration for the people of Bangladesh particularly for the Bangalee women.

#

Mehedi/Parikshit/Kamal/2023/1610 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও ভারতের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

**বিরল স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের রাধিকাপুরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে প্রতিমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে আজ তাঁর অফিসে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তাঁরা খাগড়াছড়ির রামগড় স্থলবন্দর এবং দিনাজপুরের বিরল স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিমন্ত্রী রাধিকাপুর স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা দ্রুত চালু করার ওপর জোর দেন।

এসময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আশুগঞ্জ নৌবন্দর ও আখাউড়া স্থলবন্দর, পায়রা বন্দর, মংলা বন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনাল উন্নয়নের বিষয় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। প্রতিমন্ত্রী জানান, ইতিঃপূর্বে করোনার আগে রাধিকাপুরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু ছিল। দু'দেশের যাত্রীদের যাতায়াতে সুবিধা ছিল। করোনার সময় রাধিকাপুরসহ বেশ কয়েকটি স্থল বন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি এখানে দ্রুত ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ও কলকাতার মধ্যে ক্রুজ সার্ভিস চালু এবং তাদের ভিসা প্রাপ্তি ও ক্রুদের জাহাজ থেকে স্থলে যাওয়ার বিষয়টি সহজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া নৌপ্রটোকল রুটের বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয় ।

এসময় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমাডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব উন্নয়ন মোঃ রফিকুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                          নম্বর : ৩৯৭

**শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালন**

লিসবন, ৮ আগস্ট :

পূর্তগালের লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদায় গতকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে বিশেষ আলোচনা সভা, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন এবং দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মোঃ আলমগীর হোসেন শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মোঃ আলমগীর হোসেন শহিদ ক্যাপ্টেন কামাল সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে বলেন, বহুমাত্রিক এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী এই ব্যক্তিত্বের মাত্র ২৬ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল অসামান্য অর্জনে সমৃদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর মতই তিনি ছিলেন বাঙ্গালির অধিকার আদায়ে সোচ্চার আর নির্ভীক। তিনি বলেন, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় শহিদ শেখ কামাল অংশগ্রহণের পাশাপাশি ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার অভিযাত্রায় তাঁর প্রদর্শিত পথ, আদর্শ এবং দিক-নির্দেশনা আজও এক অনুকরণীয় মডেল।

অনুষ্ঠানে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর উপর নির্মিত প্রামান্যচিত্র, ‘শেখ কামালঃ এক আলোর পথযাত্রী’ প্রদর্শণ করা হয়।

আলোচনার শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালসহ জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/কলি/কামাল/২০২৩/১৩৪০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৩৯৬

**জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে যে সকল ঐতিহাসিক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যেই প্রতি বছর এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। আমি মনে করি, আওয়ামী লীগ সরকারের রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবারের প্রতিপাদ্য- ‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়’- যথার্থ হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও সাহসী সিদ্ধান্ত দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তনসহ জ্বালানির মজুদ বৃদ্ধি, দ্রুত সরবরাহ ও বিতরণে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলছে। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সরকার নতুন নতুন উৎস থেকে জ্বালানি আহরণ এবং জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশসহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানি অব্যাহত রেখেছে। আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের ‘রূপকল্প-২০৪১’ অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির পাশাপাশি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ মাতারবাড়ি ও পায়ারায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান, বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার এর ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ‘মডেল পিএসসি ২০২৩’ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং রংপুর-নীলফামারী-পীরগঞ্জ বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৪ লাখ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। আমদানিতব্য ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দেশের জ্বালানি তেলের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইআরএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড) ইউনিট-২ স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে ১৩১.৫ কি.মি. দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্নসহ মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ স্মার্ট, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার টেকসই উন্নয়ন অর্জন গতিশীল করবে।

আমি ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫

**জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিৎকল্পে এবং জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-‘স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়’ যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতার পর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেল ওয়েল থেকে ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। এসব গ্যাসক্ষেত্র অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির পিতার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতে অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির যোগান। প্রেক্ষিতে সরকার দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি অপচয় রোধ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এজন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর একক নির্ভরতা কমিয়ে জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম আরো বেগবান করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যত উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে জ্বালানি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা এবং প্রায়োগিক ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মনোযোগী হতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানির নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরো দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ